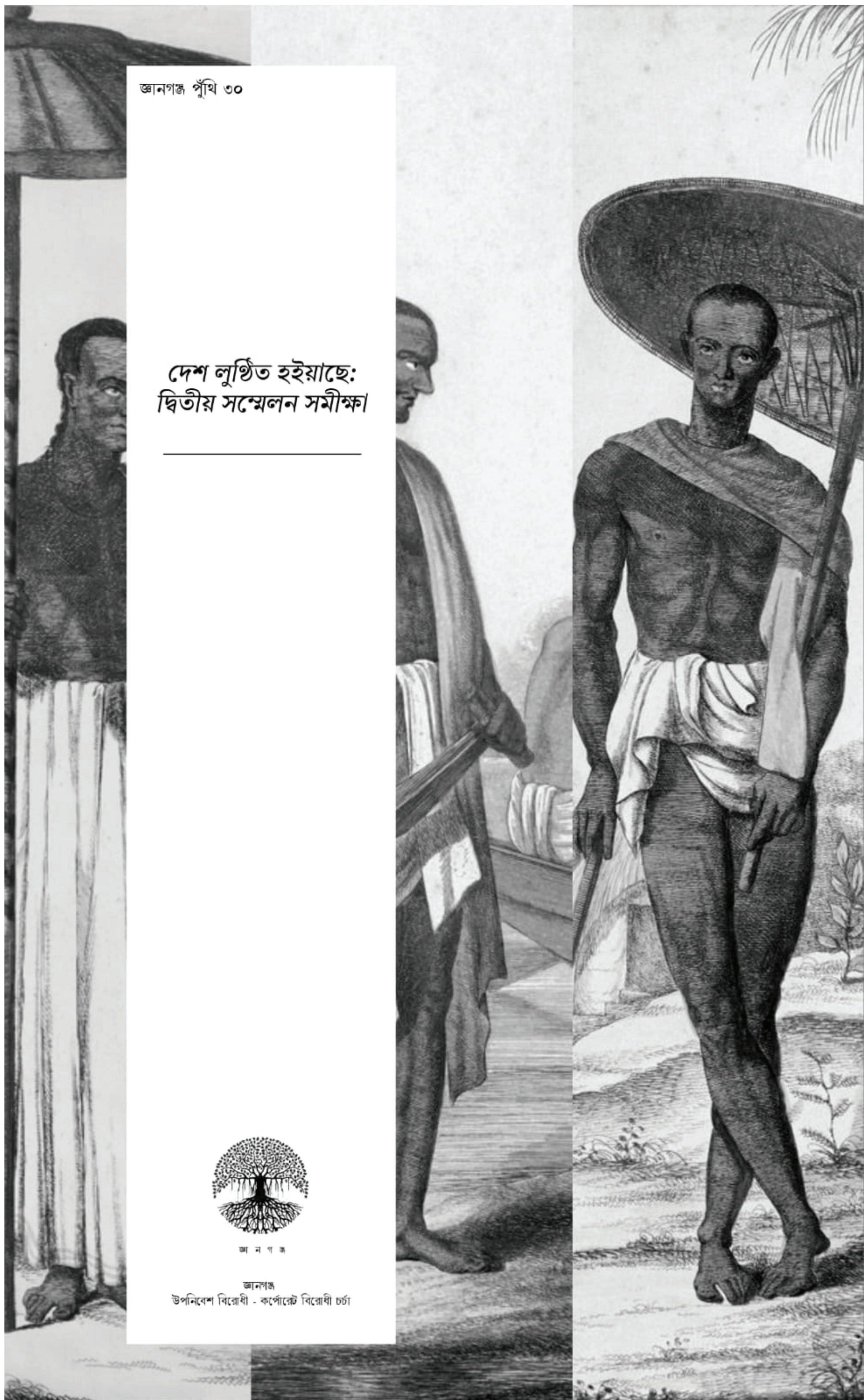

জ্ঞানগঞ্জ পুঁথি ৩০

দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে: দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা

জ্ঞানগঞ্জ

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ বিরোধী - কর্পোরেট বিরোধী চর্চা

দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
Desh Lunthito Hoiyache - UponibeSik Rastro Nirman Prokolper Dwitiyo Somikkha

প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮-এর পক্ষে জ্ঞানগঞ্জ ২৯ পুথি, দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

সদস্যদের জন্য

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চাদলের দায় ছিল চার পর্বের উপনিবেশিক-সময় রাষ্ট্র কাঠামো গঠন সম্পর্কিত আলোচনা সভার আয়োজনের। প্রথম পর্ব 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া (১৭৫৭-১৭৯০)' শীর্ষক প্রথম সভার আয়োজন করা হয়েছিল ২, ৩, ৪, মে ২০২৪ (বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিতা ব্যানার্জি মেমোরিয়াল হলে। দ্বিতীয় পর্ব 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া (১৭৯০-১৮২০)' শীর্ষক সভা আয়োজন করা হয়েছিল ১০-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বিবেকানন্দ হল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম আলোচনা সভায় ছিল প্রদর্শনী (বইপত্র, দেশি প্রথায় চাষ করা নিরাপদ দানা শস্য এবং খাবারও, কারিগরি দ্রব্য, ছলন নৌকো), দিনাজপুরের খন পালাগান, গমীরা মুখা নাচ, ছাত্র, হকার চাষী কারিগর শ্রমিক এবং অন্য পেশাদারদের গোলটেবিল বৈঠক। আয়োজক ছিল: কলাবতী মুদ্রা প্রকাশনা, বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সংঘ, আর্ট এগেন্সট অপ্রেশন, পাঞ্জেরি আর্টিস্টস ইউনিয়ন, পরম পত্রিকা, অপ্রচলিত পত্রিকা, অক্ষরযাত্রা প্রকাশন, তাঁতিদের মুখপত্র টানাপোড়েন পত্রিকা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন চর্চাদলের সঙ্গে সহানুভূতিশীল মানুষজন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকেরা। প্যালেস্তাইনের মাটিতে চলমান উপনিবেশিক গণহত্যাকে ধিক্কার জানিয়ে, এদেশের কর্পোরেটপন্থী হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের বিপ্রতীপে হকার-চাষী-কারিগরদের উৎপাদন-কাঠামো টিকিয়ে রাখার কথা বলে সকলে হাতে হাত মিলিয়েছেন এই তিনদিন। সেকুলারপন্থী 'ভারতীয়ত্বে' মজে থাকা একশ্রেণীর বামপন্থীদের অন্তর্বর্তী রাজনৈতিক ডিসকোর্সেও বেশ খানিক মতাদর্শিক দৈন্যের আগমন ঘটেছে বলেই মনে হয়। যে কারণে এই জ্ঞানসভার প্রচারের সময় তারা অতি-আক্রমণাত্মক হায়ে উঠতেন না। যদিও শেষমেশ এই সভায় দিনাজপুরের খনপালার শিল্পীরা আসছেন, এসেছেন ফুলিয়ার তাঁতি, বাংলার নৌকো বানানোর কারিগররা, অসঙ্গঠিত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকেরা, মহিলা চাষীরা। আলোচিত হয়েছে উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণের কলকব্জাগুলির প্রথম ধাপ। এই আলোচনাসভা পরবর্তী দুবছরে বাকি-সময়কালকে আলোচনা পরিসরে আনবে, এছাড়াও অনুপুঙ্খভাবে সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আলোচনা চলবে বছরভর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাক্ষিক জ্ঞানগঞ্জ সভায়।

অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জের সদস্যরা আগামী দুবছর উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প এবং বিশ্বের প্রথমস্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি বুঝব। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত উপনিবেশ রাষ্ট্র গড়ার সময়টি আমরা ২ বছরে আলোচনা করব তিন দিনের ৪টে আলোচনাসভায়। প্রতিটি পর্বের মধ্যেকার ছয় মাস চলবে ১৫ দিন অন্তর একটি পুরো দিনের আলোচনাসভা, কর্মশালা, নাটক, গান, দেশিয় কৃষি, দেশিয় কারিগরি, বই বিক্রি ইত্যাদি। চারটি পর্বের ভাগবাঁটোয়ারার ভাবনা জ্ঞানগঞ্জের সদস্যরা অগ্রিমভাবে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম।

প্রথম পর্ব ১৭৫৭ থেকে ১৭৯০

পলাশীর পরে প্রথমে উপ-উপনিবেশ অর্থাৎ ১৭৭০ পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত লুঠের যুগ শুরু ১৭৬৩ থেকে ফকির সন্ন্যাসী লড়াই উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের সূত্রপাত - ২৬৭ বছরের স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট নীতি যুগের শুরু দাদনি বণিক নির্ভর ব্যবসা কাঠামো থেকে গোমস্তা নির্ভর অত্যাচারমূলক উৎপাদন কাঠামো নির্মাণ যা আগামী দিনে কর্পোরেট উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি হবে অন্তত দুহাজার বছর ধরে ইওরোপ-দক্ষিণ এশিয়া বাণিজ্য সম্পর্কে গুরুতরভাবে হেলেছিল দক্ষিণ এশিয়ার দিকে, এশিয়ার উদ্বৃত্ত বাণিজ্য রূপে পলাশিই হল এমন একটা সময়বিন্দু, যে বছরকে ভিত্তি করে ইওরোপ হাজার হাজার বছরের অধমর্ণ বাণিজ্য কাঠামোকে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যে রূপান্তরিত করবে- পলাশীর পর নবাবদের অক্রিয়তার ফলে একের পর এক বাজার দখল করবে ব্রিটিশ কোম্পানি আর ব্যক্তিগত ব্যবসায়িরা জমিদারদের সেনাবাহিনী বরখাস্ত করে, জমিদার কৃষকদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে জাতিরাষ্ট্রের একতরফা হিংসা চাপানোর যুগের শুরুয়াত হবে এই প্রথম এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করতে ইওরোপকে আর বিশ্ব লুঠ করে রূপো (যে শব্দ থেকে রূপিয়া শব্দের জন্ম) আনতে হল না- বাংলার উদ্বৃত্ত দিয়েই বাংলার চাষী কারিগরের পণ্য কিনতে শুরু করল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় চাষ করা আফিম হংকংএ হং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিনিময় করে চিনের পোর্সেলিন, চা আর চিনাংশুক, কিনেছে, ইওরোপ থেকে ১ পেনিও খরচ না করে যার ফলে ইওরোপ কয়েক দশকের মধ্যেই উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে পরিণত হবে, তার রেশ চলছে ২০২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ সার্বিকভাবে ইওরোপিয়দের এশিয়ায় ব্যবসা চলল এশিয় অর্থে ইওরোপিয় বিনিয়োগ ছাড়াই এশিয়ায় অধমর্ণ যুগের শুরু হল এর ফলে বাংলায় সাধারণ একটি মন্বন্তর ছিয়াত্তরের গণহত্যায় রূপান্তরিত হয়ে মারা যাবেন ১ কোটি বাঙালি এই প্রথম দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্দিনে চাষী, কৃষক, হকারদের পাশে দাঁড়াবে না, আর কোনও দিনই দাঁড়াবে না জমির চরিত্র আর রাজস্ব কাঠামো বদল হল মহিলাদের লাখেরাজ সম্পত্তি রাখার অধিকার হরণ হল মহিলাদের রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল পুরুষদের হাতে সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ গেল মঠ/আশ্রম/আখড়া/মাজার/জমিদারির ক্ষমতা হরণ হল রাজস্বমুক্ত জমি থেকে বিপুল রাজস্ব উঠতে শুরু করল মহিলা জমিদারদের উপনিবেশ বিরোধী লড়াই শুরু হল ফকির-সন্ন্যাসী-চাষী-কারিগেরা অস্ত্র হাতে উপনিবেশের বিরুদ্ধে নামলেন রামমোহনের বাবা রামকান্তের সম্পত্তি দখলের সক্রিয়তা দেখলাম বর্ধমানের জমিদারিতে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কাড়ার রাষ্ট্রীয় উদ্যমের ফলে বিপুল সম্পত্তির মালিক হবেন তিনি ততদিনে রামমোহনও জমি ব্যবস্থা বুঝে নিতে সক্রিয় হচ্ছেন মহিলাদের জমিদারি অধিকার কাড়া হল জোনস-হ্যালহেদের সক্রিয়তার যুগ এল হ্যালহেদের নীতিমালা তৈরি হল কিন্তু মাথায় রাখতে হবে রাষ্ট্র ১১জন পণ্ডিতকে দিয়ে যে আইনি নীতিমালা তৈরি করাল, সেটা পরম্পরা নয়, নতুন উদ্ভাবন জোনসের সক্রিয়তায় ভদ্রবিত্তদের

উত্থানের যুগের শুরু সংস্কৃত, বেদ, মনুসংহিতা কেন্দ্রিকতার যুগের শুরু তাঁতি/ কারিগরদের ওপরে বলপ্রয়োগে কম মূল্যে কোম্পানির জন্যে পণ্য তৈরির বাস্তবতার যুগ-ইংলন্ডে প্রথম জলের কলে চলা সুতো তৈরি কারখানা তৈরি হল বাংলার উদ্বৃত্তে - বাংলায় সার্বিক বিশিল্পায়ন প্রকল্প চালানো হল চাষী তাঁতি, কারিগরদের ওপর অমানুষিক রাষ্ট্রীয় অত্যাচার, নিপীড়ন চালিয়ে বাংলার মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে, রোজগার কেড়ে, ঘরবন্দী করে, তার দান করার অধিকার কেড়ে সতী প্রথার পরিবেশ তৈরি করা হল বহু পেশা থেকে মহিলাদের বলপ্রয়োগ করে বার করে সেই পেশা পুরুষ নির্ভর করা হল ১৫৬৫তে যে দক্ষিণ এশিয় অর্থনীতি বিশ্বে দু'নম্বর, ১৭০৭এ আওরঙ্গজেবের প্রয়াণের সময় যে দক্ষিণ এশিয় অর্থনীতি বিশ্বের ১ নম্বর, তার ১০০ বছরের মধ্যেই বিশ্বের সেরা মিষ্টি জলের অঞ্চল, সেরা পলিমাটির অঞ্চল, সেরা জীববৈচিত্রের অঞ্চল তলিয়ে যেতে শুরু করবে অতলতলে শুরু হবে ইওরোপ নির্ভরতা যে নির্ভরতা ২০২৪এও কাটবে না, ব্রিটিশ শাসন বিরোধিতা আর উপনিবেশ বিরোধিতাকে এক করে দেখা হবে, বঙ্গভাগের পরেও সার্বিক লুঠেরা উপনিবেশিক কাঠামো বজায় রাখা হবে। অর্থাৎ হকার-কারিগর-চাষী নির্ভর অর্থনীতিকে বদলে এই প্রথম লুঠেরা, খুনি, দখলদারির কর্পোরেট নির্ভর অর্থনীতি তৈরি করতে প্রয়োজন হল বিশ্বের প্রথম স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি, তার প্রথম উদ্দেশ্য বাংলায় উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ। দ্বিতীয় পর্বের চার দিনের আলোচনাসভার প্রথম খণ্ড শেষ। পঁচিশ জনের বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক বক্তার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তি পাবেন পুথিতেই। কারিগর-হকার-তাঁতি-মহিলা চাষী [আলাদা করে বললাম কারন ভদ্রবিত্তরা চাষী ভাই বলি] পুরুষ চাষী অসঙ্গঠিত শ্রমিক নৌকোর কারিগরেরর সঙ্গে খোলামেলা বৈঠক আয়োজিত হয়। জুন মাসের দ্বিতীয় হপ্তা থেকে শুরু হয়েছিল ১৫ দিন অন্তর ১ দিনের আলোচনাসভা - কিন্তু ৩ মাস পরে এটা মাসিক সভায় রূপান্তরিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব ১৭৯০ থেকে ১৮২০

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির এনআরসি, সাধারণ মানুষদের থেকে জমি কেড়ে দেওয়া হল মুষ্টিমেয় জমিদারের হাতে, অর্থাৎ এত দিন জমি প্রতুল, চাষী অপ্রতুল থাকায় চাষী সমাজ নানান স্তরের ক্ষমতার সঙ্গে যে দরকষাকষি করতে পারত, সেই যুগ শেষ হয়ে চাষী নিপীড়নের যুগের শুরু হচ্ছে কারিগরি ব্যবস্থার বিশিল্পায়নের ফলে, বাংলার হকার কারিগর চাষীর বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকার হরণের ফলে, দেশিয় রাজাদের সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক কারিগর-বণিক-সেনা জমিতে নেমে এল বাধ্য হয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে এই লুঠেরা, অত্যাচারী, গণহত্যাকারী কাঠামো রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হল রাষ্ট্রীয় মদতে পাল আমলের মত কেন্দ্র নির্ভর

পড়াশোনা কাঠামো, চাকরি দেওয়ার কাঠামো তৈরি করে, ছোটলোককে শোষণ করে ভদ্রবিত্ত মধ্যসত্ত্বভোগীদের উত্থান কারিগর হকার চাষীর বিশ্ববাজার বিলয় হল জোনসদের হাত ধরে ভদ্রবিত্ত কাবাবদের উত্থান ঘটল গ্রামের মানুষ ১৭৬৩ থেকেই জানেন ক্ষমতায় এসেছে কর্পোরেট লুঠেরা, তারা নির্দ্বিধায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন অন্য দিকে জমিদারি দখল করে পলাশী লুঠে উপকৃত দেশিয় কোলাবরেটর ছোট তরফ, বিশেষ করে দাদনি বণিকদের পরের প্রজন্ম জমিদারিতে বিপুল বিনিয়োগ করে কর্পোরেট-রাষ্ট্র ধন্য হতে চাইল, তাদের প্রশাসনিক কাঠামোর নিচুস্তরে চাকরি দিয়ে, দেশিয় ভদ্রবিত্তকে দিয়েই দমন করানো হল দেশিয় স্বাধীনতার লড়াই, তবুও দিকে দিকে চাষী কারিগর হকারদের উপনিবেশ বিরোধী লড়াই চলল ১৭৯৯তে টিপুর পতন হল- ১৮০৩এ লর্ড লেকের দিল্লি প্রবেশে বিধিবদ্ধভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত তৈরি হল ফোর্ট উইলিয়ামের পত্তন হল লুঠের কাজ আরও বিধিবদ্ধ করতে ব্রিটিশ আমলা তৈরি এবং এই স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্টের যুগে যে নতুন ভদ্রবিত্ত তৈরি হচ্ছে, তাকে পূর্বের, মুঘল নবাবি আমলের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-কৃষ্টির বাস্তবতা থেকে সবলে বার করে এনে উপনিবেশিক বাস্তবতায় খাপ খাওয়ানো হল, যাতে সে নতুন জাতিরাষ্ট্র কাঠামোকেই তার জীবন জীবিকার উদ্ধারকারী হিসেবে গণ্য করে, সুলতানি মুঘল বা নবাবি আমলে বাঙালি অমুসলমান ভদ্রবিত্ত দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিল, উচ্চপদে বিপুল অমুসলমান কাজ করেছে, অথচ ব্রিটিশ আমলে ম্যাজিস্ট্রেট পদ পেতে বাঙালিকে এক শতক অপেক্ষা করতে হলেও তার ব্রিটিশ পাদপদ্মে আত্মনিবেদনে ঘাটতি পড়ে নি, যে অর্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানী বা বীরভূমের বিশাল ক্ষমতাধর জমিদার আসাদুজ্জামান একদিনও মুর্শিদাবাদের চেহেল সেতুন দরবারে একটিবারের জন্যে পা দেন নি, তাদের উত্তরপ্রজন্মের ব্রিটিশ খেদমতে আজানুলম্বিত জমিদারেরা ১৮০০ থেকে কলকাতায় প্রাসাদ তৈরি করবেন তাদের সামনে রেখেই নতুন কৃষ্টি নির্মাণ হল কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরি করে আর মহিলাদের গানের দল, প্রতিবাদী গানের দল পুলিশ দিয়ে উচ্ছেদ করিয়ে, মিহি কাপড় বোনানো নিষিদ্ধ করে, ভিক্টোরিয় পিতৃতান্ত্রিক কৃষ্টিকে বাংলার শহরে চাপিয়ে ১৭৭০এর পরে সার্বিকভাবে ক্রমান্বয়ে মহিলাদের ক্ষমতা হরণের ফল সতীদাহ এবং রামমোহনের উত্থান এবং সতীদাহ নিবারণ প্রকল্প সর্প হইয়া দংশাও ওঝা হইয়া ঝাড় কেরির আগমন, বাঙালিকে গালি দেওয়া এবং নীল চাষী হিসেবে জীবন শুরু ঠাকুর পরিবারের উপস্থিতিতে রথসদের উদ্যমে হিন্দু কালেজের প্রতিষ্ঠা, পড়ুয়াদের মাইনে হল ৫টাকা ভদ্রবিত্ত পরিবার থেকে কোলাবরেটর তৈরির কাজ শুরু হল হিন্দু কালেজ থেকেই প্রথম সারির কোলাবরেটর রামমোহন আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেল এই সময় দ্বারকানাথ ব্যক্তি ব্রিটিশদের লুঠের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে ব্যাঙ্ক পত্তন করে নিজের উত্থান নিশ্চিত করবেন। দ্বিতীয় সম্মেলনের ইন্টারেস্টিং বিষয় হল জ্ঞানগঞ্জের সদস্যদের বক্তৃতায় অংশ নেওয়া। ৫০ শতাংশের বেশি বক্তা ছিলেন ২০-২৫ বছরের মধ্যে। তাদের উপস্থাপনা শ্রোতাদের চমকে দেওয়ার মত ছিল।

তৃতীয় পর্ব ১৮২০-১৮৫০

হিন্দুত্ববাদ আর মুসলমান-ইসলাম ফোবিয়ার জাগরণ দ্বারকানাথ রামমোহনের কলোনিয়াল প্রকল্প ১৮২৩-১৮৩৩এর সনদে কোম্পানির বাণিজ্য অধিকার কাড়া - নীলকরদের হাত দিয়ে বাংলার জমিতে দাস ব্যবস্থা তথাকথিত লিজাফেয়ার নীতি ব্রিটিশ দাস ব্যবস্থা বিলয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে বাংলা থেকে চুক্তিবদ্ধ দাস শ্রমিক পাঠানো এজেন্সি হাউসের দুবার পতনে বঙ্গ অমুসলমান অর্থবানদের ক্ষমতা হ্রাস বাবা মিলের ভারতবর্ষের পর্ব ভাগ করে ইতিহাস লেখা, এডামস রিপোর্ট, মেকলের খিস্তি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে মুসলমান সমাজ একটা উদাহরণ উত্তরপাড়ার মুখুজ্জ্যেদের জমিদারির উত্থান- স্লিম্যানের ঠগী-ডাকাত দমন প্রকল্প রূপান্তরিত হবে যাযাবরদের ভাষা, কৃষ্টি ইত্যাদির ওপর নজরদারি এবং ঠগী দমনের চ'বছরের মধ্যেই ডাকাতি দমনের দায় দেওয়া অর্থাৎ যে কোনও প্রতিবাদ দমনের পালা এবং এই সামগ্রিক ব্যবস্থার ফলে ক্রিমিনাল ট্রাইব এক্ট অর্থাৎ ১৮৭১এর ফৌজদারি উপজাতি দমন আইনটি ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্র পাস কর। এই আইনে লক্ষ লক্ষ আধা-যাযাবর এবং যাযাবর সমাজকে অপরাধী দাগানো হল এবং ক্রমাগত নজরদারির মধ্যে রাখা হল- শেষ মহিকান রামদুলাল দে'র সঙ্গে বাঙালির বিশ্ব বাণিজ্যের পতন - পুঁজি হারিয়ে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় বাঙালি কাবাব ভদ্রবিত্তের চাকরি দালালির যুগের শুরু - কোলাবরেটরদের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ আর ধর্মের উল্কাসম উত্থান সৈয়দ আহমদ খান কালচারাল স্পেসের পরিবর্তন (সূত্র সরস্বতীর ইতর সন্তান)।

চতুর্থ পর্ব ১৮৫০- ১৮৮৫

বিদ্যাসাগরের সক্রিয়তা বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন এবং হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান-পাঞ্জাবী আর গুর্খাদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি সিপাহি লড়াই, উপনিবেশকে বাঁচাবে পাঞ্জাবি-গুর্খা রেজিমেন্ট প্রথমে ম্যাক্সমুলার কেশবের উত্থান-আর্যতত্ত্ব থানাগাড়া লবন বেড়া এবং ১৮৭১এ দুর্বৃত্ত সমাজ আইন- কর্পোরেট সাম্রাজ্যের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিলয়ে আরও বড় সংগঠিত লুঠের পরিবেশ তৈরি করে রাণীর প্রোক্লেমেশন এবং কলোনিয়াল স্টেট ফর্মেশন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল নতুন যুগের নতুন কোলাবরেটর এল ঠাকুরবাড়ি থেকে ১৮০৮এ প্রথম দিককার ইংরেজি শিক্ষিত দ্বারকানাথ, তিনিই ইংরেজিকে ভাষা থেকে উন্নতির হাতিয়ার বানাবেন। আর্যতত্ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানে সিপাহি যুদ্ধে বাঙালি ভদ্রবিত্তের নিস্পৃহতা, ব্রিটিশ তোষণ রাজনারায়ণ-বঙ্কিম-চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুত্বের ত্রিভুজ আলোচনা শেষ করব কংগ্রেসের আবির্ভাবে ইওরোপিয় পদ্ধতিতে রাজনীতি কাঠামোর প্রবর্তনে।

‘প্রকল্প স্পষ্টতর হচ্ছে’

দ্বিতীয় সম্মেলনের ভূমিকা - তীর্থরাজ ত্রিবেদী

দ্বিতীয় পর্বে যে উত্থানপতনের প্রভাবকে চিহ্নিত করা এক অর্থে পাহাড়সমা ছিল, আমরা অভীভূত হলাম অধিকাংশ তরুণ ছাত্রছাত্রীরাই সে পাহাড় অতিক্রম করে আমাদের লুণ্ঠিত সভ্যতার ইমান ও কায়দাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। তাঁরা সদর্পে উদ্বৃত্তনির্ভর, রাষ্ট্রনির্ভর পশ্চিমা জীবনযাপন ও তার গণ্ডগৌরবে মাত পশ্চিমা ফ্যাশান-ম্যাশান নিয়ে সমুচিত খোশচর্চ্চা চালিয়েছেন, চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন পিতৃতান্ত্রিক, নারীবিদ্বেষী সেই শ্রেণীসভ্যতার মূল্যবোধ কীভাবে একটি মমতাময়ী কৃষি কারিগর হকার সভ্যতার উর্বর ও সহনশীল উৎপাদন, দর্শন ও জীবনচর্যার ইতিহাসকে প্রতিস্থাপিত করেছে প্রকৃতিবিদ্বেষী, জীবতন্ত্রবিনাশী জাতিবাদী রাষ্ট্রবাদ ও তার ফ্যাশান-ম্যাশান দিয়ে। খ্যামটার নিষিদ্ধি ও বাঈজির চল – অশ্লীলতা প্রতিরোধী আইনের বেলায় যে পশ্চিমা নারীবিদ্বেষী মূল্যবোধের আমদানি আমাদের দেশে, তাকে নির্ণয় করবার প্রশ্ন পিতৃতন্ত্র নির্মূলীকরণ আন্দোলনের তাত্ত্বিক অভিমুখ সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলিকে উস্কে দেয়, মডার্ণ নারীবিদ্যার কাছে তা পাপ। আমরা অথর্ব য়ুনিভার্সিটির সন্তানেরা, সম্মেলন পর্ব এক-এ সমীর কর্মকারের ‘আর্কাইভ’ ও ‘অবসোলিট’ এর একান্তীকরণকে চিহ্নিত করতে পারি না, মাত্র প্রয়াস আমাদের উদ্বৃত্ত ব্যবস্থায় নারীর শ্রমসামিলের স্বাধিকার। অথচ যে সাম্রাজ্যবাজ ভারতবর্ষ ‘আবিষ্কার’ করবার আগেই আফ্রিকা থেকে উপহার পাচ্ছেন বাঙলার মেয়েদের হাতে গাঁথা কাঁথা, তার পুচ্ছই আমাদের জানান দেয় বাঙলার নারী পুরুষের স্বাধীন বিশ্বকারবারির কথা। গবেষক অহনাদি আক্ষেপ করে বলছিলেন, যে বুননের সূক্ষ্মতম দক্ষতা ডাকাতি করতে আমাদের দেশের তাঁতিদের উল্টো করে ঝুলিয়ে চাবুক চালানো হত, তাঁরা যারা একদা এই পশ্চিম বিশ্বের ফ্যাশান নির্ণয় করতেন (বলাই বাহুল্য এখন পশ্চিম আমাদের ফ্যাশান নির্ণয় করে- সৃজনী অনামিকা নিজের পোষাক দেখিয়ে সেই খোরাক পাইয়ে দিলেন), তাঁরা যারা বিশ্বকে পাতলা কাপড় পরতে শেখালেন, তাঁদের ঐতিহাসিক সৃষ্টি যা কিছু এ বাঙলায় আজও বেঁচে আছে, ধূলো পড়া যাদুঘরে সেগুলিকে বিনষ্ট করা ছাড়া আজকের উপনিবেশিক প্রশাসকের আর কোনো চাওনি নাই। ঐতিহাসিক ও সমাজ সংগঠক বিশ্বেন্দুদা দেখাচ্ছেন ১৮২০ সালে বাঙলার মসলিনের সরতাজ ঢাকা শহর জনশূন্য হয়ে যাওয়ার পিছনে বাঙলাব্যাপী ছোট ছোট আড়ঙগুলিতে কোম্পানির গোমস্তাদের ভূত-নেত্যই হল সেই বিশিল্পায়নের ধ্বংসপ্রক্রিয়া যার বিপরীতে ১৭৮০ সালের ম্যাঞ্চেস্টার কেন্দ্রীভূত সুতোর কারখানা প্রমাণ করবে কীভাবে ব্রিটিশ মিলের উৎপাদনের প্রবলতায় বাঙলার বয়নশিল্প ভেসে যাচ্ছে। আমরা দেবোত্তম চক্রবর্তীর আলোচনায় আবার দেখব রামমোহন বিদ্যাসাগরের মত দেশি মদ্দরা এই শ্রেণীসভ্যতার নারীবিদ্বেষী গৌরব শুধু গায়ে মাখছেন না, নারীদের যথাযোগ্য ‘শিক্ষা’ দিতে ইস্কুল, কলেজ পর্যন্ত গড়ছেন প্রভুদের বদান্যতায়।

আতাউল মোনেম আহমেদের ভাষায় এই দাজ্জাল দানব আমাদের সভ্যতা শেখানোর ভার নিয়েছে যে, তারই বহমানতায় প্রকৃতির পূজা এখানে ধর্ম বলে স্বীকৃতি পায় না। সুবল চন্দ্র সরকার এই ভারতের পঞ্চাশ লক্ষ আদিবাসীর ধর্ম 'সারনা'-র মহিমা ও সংগ্রামের কথা বলেন, প্রগতিবাদীদের কাছে এইসব পশ্চাদপদতা দাখিল হয়, রাজ্য সরকারগুলি দয়ার ভানে প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে দিল্লীতে চিঠি লেখেন। সেই দাজ্জাল দানবের ভাষাতেই আমরা পরিত্যাগ করি আরবি ও ফারসির ব্যুৎপত্তি, সংস্কৃতিবাদী বামফ্রন্ট সরকার কর্পোরেট-নীতিনিষ্ঠ ইসলামবিদ্বেষের প্রাতিষ্ঠানিক চাষে ফসল হিসাবে দাঙ্গা ফলান, আর বারোয়ারি মঞ্চে বক্তিমে দেন দাঙ্গাবাজদের মাথা ভেঙে দেবেন। ছোটন দাস ও মুরাদ হোসেনের বক্তৃতায় সর্বোপরি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভদ্রলোকের সরকারি প্রগতিশীলতার সমূহ কাছা খুলে আমরা ঝলক পাই বিদ্যুৎ ভৌমিকের গানের কলির, 'শুধু লাল বুলি আর লাল কাপড়ে মোড়া, ওদের বাইরে যত গালাগালি তলায় তত কোলাকুলি গো'। হেনতেনপ্রকারেণ লুটের আকুলিবিকুলিতে নীতিপরায়ণ ও নিষ্ঠাবাগীশ ধর্ম্মাবতার উপনিবেশকে চিহ্নিত করা উত্তরউপনিবেশের শেষত রাষ্ট্রবাদীতায় টাকা আছে, ভবিষ্যদ নাই। দাজ্জাল ইউএপিএ আইনের ইতিহাস বাদ দিয়েও মাত্র বর্তমান অধ্যয়নে দেখা যাবে এর প্রয়োগ রাম শ্যাম যদু মধু – সরকার নির্বিশেষে আরোপ করা হয়েছে মুসলমান, দলিত ও তাঁদের স্বার্থের পক্ষে কর্মরতদের উপর। অভিজ্ঞান সরকার যথার্থই উত্তরউপনিবেশের এই কচকচানিকে যুঝে নিচ্ছিলেন রাষ্ট্রীয় হিংসার বাইরে ও উপনিবেশিক পরাস্বার্থের অন্তরে। কর্পোরেট বলয়ের স্বার্থ কেন্দ্র রাজ্য উভয়ের ভেদী অভেদী আমলাতান্ত্রিক গোয়েন্দাব্যবস্থাকে ঐক্যবদ্ধ করে চলেছে সুদূর ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকেই, তার প্রমাণ প্রথম ইউএপিএ বন্দী গৌর চক্রবর্তী ও প্রথম ইউএপিএ শহীদ বাঙলা পিপলস মার্চের সম্পাদক স্বপন দাশগুপ্ত। রাজনৈতিক কর্মী ও আইটি গবেষক ঐশিক সাহা এই আধুনিক কর্পোরেট ব্যবস্থার প্রধান যুক্তি 'তথ্য'-এর প্রতি আসক্তি বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় আমাদের সামাজিক শ্রম সামাজিক স্বার্থবিরোধী কর্পোরেট মুনাফার পাহাড় কীভাবে রোজ চড়িয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নিরলস ডেটার উৎপাদন ও সঞ্চালন আমাদেরই শ্রমে আমাদেরই অজান্তে কর্পোরেটদের লাভবান করছে, আমরা হচ্ছি হতবুদ্ধি 'প্রিভিলেজড' নয়া দাস, যে তার সামাজিক শ্রম দিয়ে একদা নাকচ করত রাষ্ট্রের দখলদারি ও তার সর্বপ্রকার নির্ভরতাকে। এখন যারা এই প্রশ্ন তুলবেন যে উনিশ শতকে নবজাগরিত বাঙলা – তার দর্শনে, বিজ্ঞানে (পড়ুন বিশ্বাসে) ও ব্যবসায় – আদতে ইওরোপের 'সাম্রাজ্যবিস্তারের' শোষণমূলক জ্ঞানতাত্ত্বিক কায়দা যা প্রকৃতি ও প্রাণ বিনাশক, অস্থিতিপর, ভঙ্গুর, আদতে পরজীবী লুটেরা চরিত্রের, বাজারে হিট উত্তরউপনিবেশিক ও আরো কিছু আবালঅকালপক্কদের জন্য তাঁদের উত্তরও কিছু কিছু ইঙ্গিত সন্ধান জরুরী। শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র মহাকাশ বিজ্ঞানে অগ্রগতি ঘটাতে একইসঙ্গে বাধ্য ও লজ্জিত না হলে

শ্রেণীসভ্যতার ভিত্তি ধ্বংস করা (অর্থাৎ রাষ্ট্র বিলোপ) আর জ্যান্ত প্রকল্প থাকে না, এরই প্রমাণ যেমন সোভিয়েতের আকাশপাড়ি নিয়ে বিশ্বজোড়া মার্ক্সবাদীদের উচ্ছ্বাস, তেমনই কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক পরাজয়। অত্রির বক্তৃতা ইঙ্গিত করে — কেন্দ্রীয় উদ্বৃত্ত ব্যবস্থা বা ইওরোপীয় শ্রেণী সমাজের অন্তরালে বা সমান্তরালে কৌম সমাজ ব্যবস্থার 'রাষ্ট্র নিরপেক্ষ' জীবন সম্পর্কে। 'অন্তরালে' কারণে খোদ ইংলণ্ডে যে কৌমের সামষ্টিক সম্পদ দখল করে এনক্লোজার বিপ্লব করেছে, তাকে উদাহরণ করেই অত্রি ভবিষদ সমাজের কল্পনায় এক ধরণের 'পোস্ট ইণ্ডাস্ট্রি' কৌম সমাজেরই পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোকেরা আঁতকে উঠবেন, গ্রীষ্মমণ্ডলে এই কৌম ব্যবস্থা প্রকৃতির দেয় জীবনের সহজ যে অর্থনৈতিক সামাজিক শৃঙ্খলা হাজার হাজার বছর ধরে বিকশিত করছিল, তাকে স্রেফ সরল পণ্য বিনিময় বলে অর্থনীতি নামক কেচ্ছা প্রতিপন্ন হতে পারে, কিন্তু এর প্রাথমিকতা শুধু রাষ্ট্র নিরপেক্ষতায় নয়, বরং আরো অনেক কিছুর মতই বিনিময় নিরপেক্ষতাতেও। একে অর্থনীতির বিনিময় সংকোচে দেখলে চলে না, দেখতে হয় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সহযোগিতার জীবনচর্যা দিয়ে। আলোয় আনার বিষয় হল — রাষ্ট্র নিরপেক্ষ স্থানীয় স্বনির্ভরও প্রকৃতই স্বাধীন জীবনচর্যা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কৌমকে না চিনতে দেবার পুঁজির তাত্ত্বিক প্রয়াস শোষণতান্ত্রিক ইতিহাসচর্চ্চার এই কলঙ্ক তরুণেরা যুক্তির টেলিস্কোপ দিয়েই নগ্ন করে দিচ্ছেন, কিন্তু ছল প্রেমের, পরিকল্পনার ও সুহৃদ নতুন প্রয়াসের। যূতসব হেগেলদের গন্ধ আর অন্ধত্ব প্রমাণের। আলাপ শুরু হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি জাতিবাদী রাষ্ট্র স্থাপনার পাশাপাশি পারস্পরিক স্বনির্ভরতা, সহযোগিতার সহজ আদর্শকে ধূলিসাৎ করা একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ধ্বংসকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসাবে ঘোষণায়; শেষ হয়েছে 'ডিজিটাল সমাজতন্ত্রে' বিশ্বাসী এক কবির 'পোস্ট ইণ্ডাস্ট্রি' দেখার স্বপ্নে। মধ্যিখানে আমরা যা পেলাম, তার যোগ্য সারমর্ম বিচার উপনিবেশের সর্বাত্মক পতনেই সিদ্ধ। বিপ্লবে দীর্ঘজীবী হোক কৃষি কারিগর হকার সভ্যতার সমৃদ্ধি।

প্রেম, প্রাপ্তি আর ত্যাগের বাৎসল্যে সকলে সুস্থ থাকুন, সকলকে সুস্থ রাখুন।

চারদিনের অনুষ্ঠানসূচী ।। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে ।। জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা আয়োজিত ।। চার পর্বের আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব ১৭৯০-১৮২০ ।। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া ।। ১০-১৩ মে ২০২৫, বিবেকানন্দ হল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম দিন, ১০ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার

১০.৩০ থেকে ১১.৩০

তীর্থরাজ ত্রিবেদী

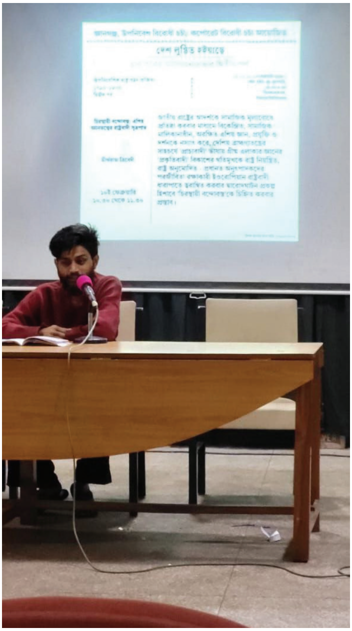

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: এশিয় জ্ঞানতত্ত্বের রাষ্ট্রবাদী সূত্রপাত

জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শকে সামাজিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠা করবার মাধ্যমে বিকেন্দ্রিত, সামাজিক মালিকানাধীন, অরক্ষিত এশিয় জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দর্শনকে নস্যাৎ করে, দেশিয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সাহচর্যে ‘প্রাচ্যবাদী’ ভাষায় গ্রীষ্ম এলাকার জ্ঞানের ‘প্রকৃতিবাদী’ বিকাশের গতিমুখকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্র অনুমোদিত - প্রধানত অনুৎপাদকদের পরজীবিতা রক্ষাকারী ইওরোপিয়ান রাষ্ট্রবাদী ধারাপাতে ত্বরান্বিত করবার দ্বারোদঘাটন প্রকল্প হিশাবে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’কে চিহ্নিত করবার প্রস্তাব। তীর্থরাজ তাঁর বক্তব্য শেষ করেন রজনীকান্ত সেনের আমায় অভাবে রেখেছ সদা হরি হে গান গেয়ে; তিনি বলেন এশিয়-দেশিয় উৎপাদন ব্যবস্থা বোঝার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান এটি।

১১.৩০-১২.০০

বিশ্বেন্দু নন্দ

বাংলার বস্ত্র শিল্পের পতন: উপনিবেশিক অত্যাচার একটি উচ্ছেদের ঘটনা

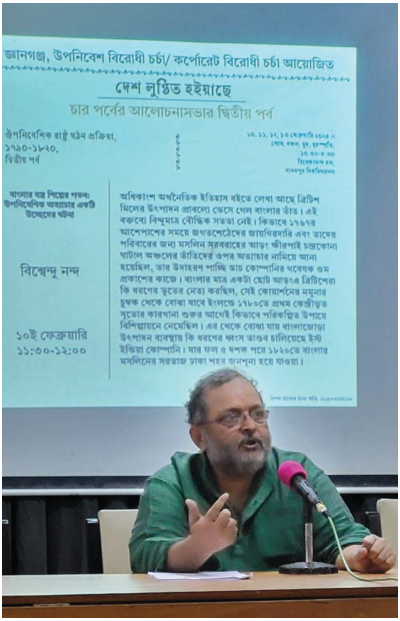

অধিকাংশ অর্থনৈতিক ইতিহাস বইতে লেখা আছে ব্রিটিশ মিলের উৎপাদন প্রাবল্যে ভেসে গেল বাংলার তাঁত। এই বক্তব্যে বিন্দুমাত্র বৌদ্ধিক সততা নেই। কিভাবে ১৭৬৭র আশেপাশের সময়ে জগতশেঠেদের জায়গিরদারি এবং তাদের পরিবারের জন্য মসলিন সরবরাহের আড়ং ক্ষীরপাই চন্দ্রকোনা ঘাটাল অঞ্চলের তাঁতিদের ওপর অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছিল, তার

উদাহরণ পাচ্ছি ডাচ কোম্পানির গবেষক ওম প্রকাশের কাজে। বাংলার মাত্র একটা ছোট আড়ংএ ব্রিটিশেরা কি ধরণের ভুতের নেত্য করছিল, সেই কোয়ার্শনের নমুনার চুম্বক থেকে বোঝা যাবে ইংলন্ডে ১৭৮০তে প্রথম কেন্দ্রীভূত সুতোর কারখানা শুরুর আগেই কিভাবে পরিকল্পিত উপায়ে বিশিল্পায়নে নেমেছিল। এর থেকে বোঝা যায় বাংলাজোড়া উৎপাদন ব্যবস্থায় কি ধরণের ধ্বংস তাণ্ডব চালিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যার ফল ৫ দশক পরে ১৮২০তে বাংলার মসলিনের সরতাজ ঢাকা শহর জনশূন্য হয়ে যাওয়া।

১২.০০-১২.৩০

অনামিকা মন্ডল, সৃজনী ভুঁইয়া

কলকাতার প্রাকযুগে মহিলা শিল্পীদের উচ্ছেদ: প্রসঙ্গ সামাজিক পরিসরে ঔপনিবেশিকতা।

মার ঝাড়ু মার ঝাঁটা মেরে “নেড়ি” বিদেয় কর। “অবিচার দূরী দেশে আর না রহিব যে দেশে পাযন্ড নাই সেই দেশে যাব।”

ব্রিটিশ পূর্ব বাংলায় সামাজিক স্তরে লোকশিল্পীদের অস্তিত্ব ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণ উচ্ছেদের জীবন্ত বলি হয়েও তারা শহুরে মেজাজের সাথে নিজেদেরকে সংস্থাপিত করে নিয়েছিলেন। এই লোকসংস্কৃতির এক মহিমান্বিত অংশ ছিলেন মহিলা লোকশিল্পীরা। তাঁদের পাঁচালি, কবিগান, কথকতা, ব্রতকথা, ধাঁধাছড়া, ঝুমুর, তরজা ছাড়াও নানান ভাবে তারা নিজেদের জায়গা গড়ে নিয়েছিলেন এই শিল্পী সমাজে। তবে এই মহিলাশিল্পীদের অস্তিত্বের সমৃদ্ধ ইতিহাস সমসাময়িক অ্যাখানের থেকে লুপ্তি পেয়েছে। এই নিবন্ধের অন্বেষণ এই যে – এই

বিলুপ্তির কারণ শুধু সময়ের প্রবাহমান চলাচল কিংবা মানুষের স্বাভাবিক স্মৃতিভ্রম নয়, এটি একটি ঔপনিবেশিক চক্রান্ত। গ্রামসির কথায় — "The supremacy of a social group manifests itself in two ways, as 'domination' and as 'intellectual and moral leadership'" বস্তুতই আমাদের ব্রিটিশ অধিপতিরা একই কাজ করেছিলেন। নব্য ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে "অশ্লীলতার" বিলাতি ধারণাকে একীভূত করে এই অধিপতিরা আমাদের স্থানীয় মহিলাদের লোকশিল্পকে প্রথমে কলঙ্কিত, এবং অবশেষে তার নিজস্ব অস্তিত্ব নির্মূল করার পথে চালনা করেন। বাঙালী ভদ্রবিত্ত সমাজ তার পূজ্যনীয় কর্তার কীর্তির স্বরূপ অবলম্বন করেই স্বজাতি-ভক্ষণে লিপ্ত হন।

২.০০-৩.০০

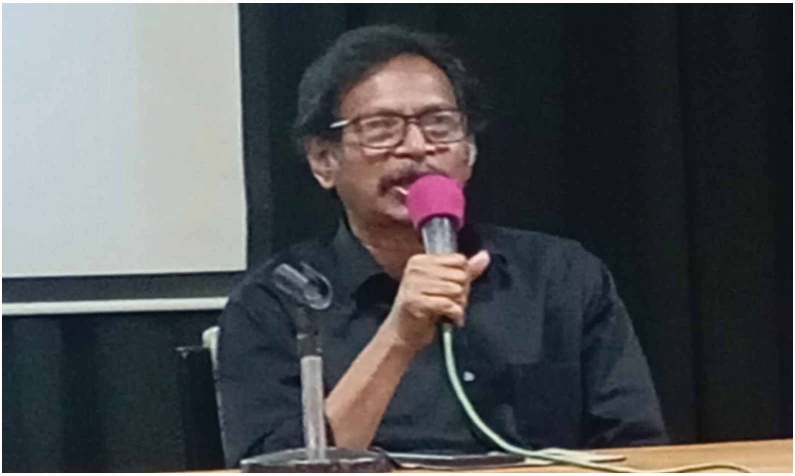

সুমিত চৌধুরী

সাংবাদিক, উপনিবেশ বিরোধীচর্চার অন্যতম ভাষ্যকার সুমিত চৌধুরী বললেন কুম্ভ মেলায় তাঁর ঘোরার অভিজ্ঞতা। তিনি বললেন কুম্ভমেলা ট্রাজেডির পর সমাজবাদী পার্টির মতো মূল ধারার দলের অন্যতম সমাজবাদী পার্টির নেতা রামগোপাল যাদবও বলেছেন, মহাকুম্ভ বলে প্রয়াগে কিছু নেই। এটা শুধুমাত্র গিমিক হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। আশা করি বিশ্বাসীজন রামগোপাল যাদবের মত ব্যক্তিত্বের কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। কারণ তিনি ওখানকার ভূমিপুত্র। কোন 'আরবান নকশাল' নন। একথা বোঝার জন্য কোন গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই যে বিজেপির আভ্যন্তরীণ সমীকরণে এই মুহূর্তে একটু চাপের মুখে থাকা আদিত্যনাথ যোগী নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য মহাকুম্ভের উপর বাজি ধরেছিলেন। নতুন নতুন শব্দ কয়েন

করা হয়েছিল 'অমৃতযোগ', 'অমৃত স্নান'। প্রথাগত শাহি স্নান কে বদলে বলা হচ্ছিল 'রাজসিক স্নান'। হিন্দুত্বের নতুন আইকন হিসেবে যোগী নিজেকে তুলে ধরতে মরীয়া ছিলেন।

বিপ্লব ভট্টাচার্য বললেন গঙ্গাচর আর গঙ্গা ভাঙন এবং মৎস্যজীবিদের সঙ্গঠন করার অভিজ্ঞতা। নাগরিক অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলি, যেমন, 'জনআন্দোলন' চরের মানুষের সম্প্রদায়গত অধিকার এবং গঙ্গাভাঙ্গনের বিরুদ্ধে পরিবেশগত ন্যায়বিচারের 'গাঠনিক শক্তি' হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে, এই সংগঠনটি সমর্থন জোগাড় করেছে, সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে এবং নদী তীর ভাঙনের অন্তর্নিহিত কারণগুলি মোকাবেলায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে চলেছে। নদীভাঙনকে দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাই নদীভাঙন বিরোধী আন্দোলনগুলির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বাস্তুচ্যুতি,

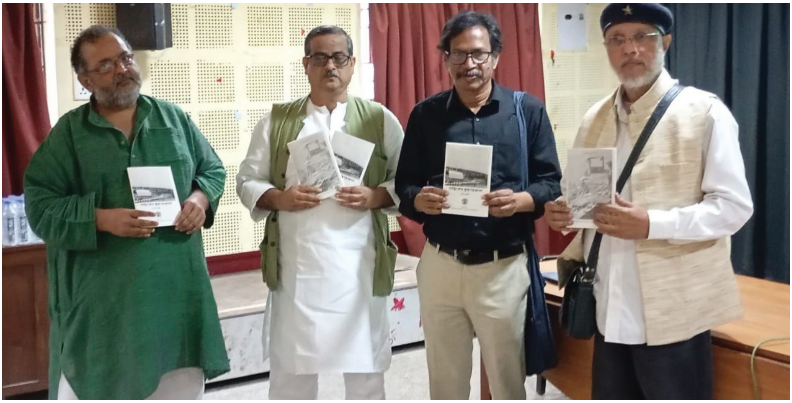

উদ্বোধন হল জ্ঞানগঞ্জ ২০, ২১ পুথি

জীবিকার অধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক অবিচারের ঘটনাগুলিকে নিত্যনৈমিত্তিক রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে পারার জন্য জনআন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্ব বিপ্লব ভট্টাচার্যের উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়। গঙ্গার ভাঙনকে সামাজিক ও পরিবেশগত ন্যায়বিচারের বিষয় হিসাবে প্রণয়ন করে, তিনি প্রশাসনকে অনিবার্যতা জবাবদিহিতা বাধ্য করে চলেছেন। পিটিশন, আইনি চ্যালেঞ্জ এবং সরাসরি রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে, তারা ফারাক্কা ব্যারাজের মতো অপকাঠামো-মূলক প্রকল্পের পরিণতির জন্য স্থানীয় ও জাতীয় সরকারকে দায় নিতে বাধ্য করার অন্যতম মাধ্যম হয়েছে। এই পুস্তিকা, তাদের এই রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিগত দুর্নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই বিপুল আক্রমণের মুখে, তাদের বাঙলার জলসম্পদ ও তৎসংলগ্ন জীবনকে সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বাঁচানোর সাক্ষ্য হিসেবে এটি সময়ের কুলুঙ্গিতে থেকে যাবে।

৩.০০-৩.৩০

অনিতেশ চক্রবর্তী

তরাই ও পাহাড়: নিসর্গ, স্মৃতি, ইতিহাস বদলের ‘ইতিহাস

অসুস্থতার জন্য তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি

৩.৩০-৪.০০

সাগ্নিক কুণ্ডু

Chuar Hungamar Itikotha: An examination of the Historical Nature of Chuar Resistance

The Chuar people are an indigenous community that inhabited the South-western regions of the Bengal Presidency. Living off the forested land, the people of this group constituted a feudal agrarian society characterised by complex client-relationships that ensured the movement of resources across members. But this way of life came to be swiftly challenged under the domination of the British East India Company. The Permament Settlement brought an unceremonious end to the legal and economic autonomy of the Chuars. The Chuars, already pushed to the margins of contemporary Hindu society, expressed their discontent through a series of Rebellions, between 1760s and the early 1800s. Although it met initial success, the conflicting interests and ambitions of the leadership pushed the Rebellions into a repetitive anarchy. This paper will attempt to examine the true nature and scope of the Chuar Rebellion and contextualise its impact on the desire of the indigenous groups of the Junglemahal to exert greater socio-political autonomy from the Raj in later years.

৪.০০

তথ্যচিত্র: LBJ (১৯৬৮) ।। পরিচালনা: সান্তিয়েগো আলভারেজ

দ্বিতীয় দিন, ১১ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

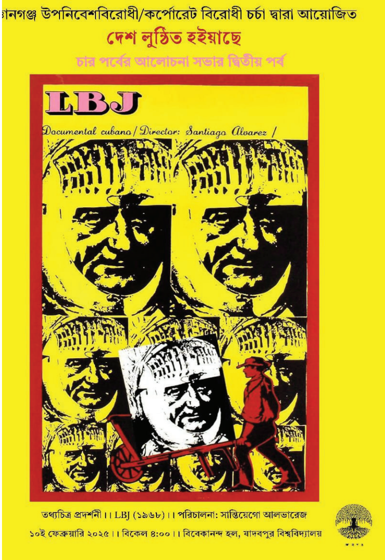

১০.৩০-১১.৩০

প্রজ্ঞা চৌধুরী

How to Whitewash A Genocide: A Guide to Starvation and Domination in Colonial Bengal

This paper will aim to critically investigate hunger as a tool of colonial

oppression and domination in colonial Bengal. The great Bengal "famines" of 1770s and 1943s were nothing short of state engineered genocide. The colonial state aimed to consolidate it's authority by using food deprivation as a weapon against the colonial subjects. The consequences of prolonged starvation, salt deprivation and state sponsored ruthless genocide on the bodies of the decolonized are unfathomable. Diseases such as diabetes, gastritis and a lethargic disposition are now characteristic of the general populace. The calculated, systematic genocides over the course of a few centuries served to subjugate the native population by depriving them of their base needs and destroying their bodies. Through a biopolitical lens, this paper will aim to critically deconstruct the deliberate and insidious destruction of the health of the native population by imperial powers.

১১.৩০-১২.০০

সত্রীয়া নৃত্য

ললিতা ঘোষ, বীথিহোত্রী কুণ্ডু

উপস্থাপনা বিশ্বেন্দু নন্দ

যখন উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা-র জন্ম ভাবনার স্তরে ছিল, যখন নিয়মিত এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে জনতার অর্থভাণ্ডারের কথা আমরা ভাবছিলাম, তার নাম আমরা দিয়েছিলাম লাইখুঁটা জনভাণ্ডার প্রকল্প। অসমের সত্র বাড়ির মূল অক্ষদণ্ড লাই খুঁটা। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের একটি বৈষ্ণব সত্র উদ্বোধনের সময় কোরাণের প্রথম শ্লোক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করা, তাছাড়া তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুগামী মুসলমান দর্জিকে বহিষ্কার না করায় বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ শিষ্য তাকে ছেড়ে চলে যায়। সত্র উদ্বোধনের পর তিনি সেই অক্ষদণ্ড'র নাম দেন লাই খুঁটা। আজকের ভারতে যখন ইসলামোফোবিয়ার চাষ স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত, তখন এই সিদ্ধান্ত ছিল অবশ্যই সময়ের দাবিতে উঠে আসা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। মনে রাখতে হবে, আজকের অহমিয়া-ভূমিতে বাঙালি মুসলমান জনতা নূন্যতম নাগরিকত্বটুকুও হারিয়ে ফেলেছে, এই সংশ্লেষী ইতিহাসকে মুছে ফেলে শঙ্করদেবের মঠে ভিড় জমাচ্ছে সঙ্ঘী বর্ণহিন্দুরা, যাদেরকে পূর্বজ গুরু-মহাজনরা ছেড়ে গেছিল সত্রের উত্তরাধিকার। উপনিবেশ আমাদের শস্যশ্যামলা ভূমি, কৃষিপদ্ধতি, বীজগুলি যেমন নিঃশেষিত করেছে তেমনই আমাদের কৌমস্মৃতি থেকে বিস্মৃত করেছে এমন 'ধর্ম' পালনের ইতিহাসও। সত্রিয়া গবেষক ললিতা এবং তাঁর ছাত্রী বীথিহোত্রী কুণ্ডু উপস্থাপন করবেন শ্রীমন্ত শঙ্কেরেব-মাধবদেবের নববৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তিত সত্রীয়া নৃত্য। শেষ বয়সে আসাম রাজদরবারে ব্রাহ্মণদের তাড়নায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শঙ্করদেবকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল কোচবিহার রাজত্বে। এখানেই তিনি প্রয়াত হন। কোচবিহারের বাইরে মধুপুর সত্রে তাঁর সমাধি রয়েছে।

১২.০০-১২.৩০

শ্যামল বেরা

বাংলার যাত্রাপালা : কয়েকটি ধারার পর্যবেক্ষণ

উপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া (১৭৯০ - ১৮২০) ছলে বলে কৌশলে যখন কয়েক দশক অতিক্রম করেছে, সে সময় সামন্তরাজও তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় গ্রামজীবনকে বিপন্ন করে চলে ছিল। দ্বৈত-শাসনে বাংলার জনজীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, যে ভয়াবহ পরিনতি -- তার প্রেক্ষাপটে

রচিত হয়েছে এই সময়কার পুথি নির্ভর সাহিত্য । দুর্ভিক্ষের ছবি আমরা পেয়েছি দ্বিজ নিত্যানন্দের, দয়ারামের লক্ষ্মীর জাগরণ পালায় । পুথি সাহিত্যের কবিরা বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে, তাঁদের বক্তব্যকে রেখেছেন । আর, পুথিচর্চার বাইরে কেবল মৌখিক সাহিত্য নির্ভর ধারায় পেয়েছি আমরা বাংলার যাত্রা পালা । এই ধারায় রয়েছে ভাঁড়যাত্রা, রামযাত্রা কিংবা ঢপকীর্তন (কৃষ্ণযাত্রা) -এর পালা। সমাজকথিত নিম্নবর্গের মানুষদের দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছে এই সব যাত্রাপালা । আসলে গ্রামীণ মানুষ তাদের লৌকিক সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করেছেন এইসব যাত্রাপালার সূত্রে, এই উজ্জীবন সমাজবিজ্ঞান নির্ভর এক প্রক্রিয়া । ভাঁড়যাত্রার পালায় দেখা যাবে অনেক অসংগতি ব্যভিচার কপাটা দুর্নীতি নিচতা ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে এই ধরনের যাত্রাপালা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কৃষ্ণযাত্রা নৌকাবিলাস পালায় দেখা যায় কৃষ্ণ নতুন কাণ্ডারী, তার মুখেও রয়েছে নতুন কথা । রাধা যখন কংসের কাছে যাচ্ছেন বলে ভয় দেখাতে চাইলেন, তখন কৃষ্ণ গেয়ে উঠলেন -- কংস রাজার ধার ধারিনা/খাজনা দিই গো আমি প্রজা /কংস রাজার ধার ধারিনা গীতির মধ্যে স্বাধিকার বোধের দিকটি লক্ষ করা যায় । গ্রাম-গঞ্জের পালাকার বা অধিকারীও জমিদারি ব্যবস্থার অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, তারই প্রকাশ যেনই গীতে ধরা পড়েছে । আবার, রামযাত্রার রাম, লক্ষ্মণ কিংবা সীতা যেভাবে কথা বলেছে, যেভাবে তাদের জীবন যাপন করেছে -- তার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মানুষের লৌকিক যাপন বড় হয়ে উঠেছে । কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা কিংবা ভাঁড়যাত্রার সঙ্গে ছিল যেমন নিম্নবর্গের নন্দনতত্ত্বের প্রকাশ, তেমনি একইসঙ্গে ছিল দেশীয় সংস্কৃতিকে সুরক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক বিরোধী, সামন্ততান্ত্রিক শাসন বিরোধী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। এইরকম কয়েকটি পালার কথাই আমার বক্তব্যের মূল বিষয় ।

১২.৩০-১২.৪৫

সুমিত দাস, আবীর হাজরা, রুদ্র বিশ্বাস এবং অন্যরা

পরম বাংলা - বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘের সদস্যদের জন্য তৈরি বাংলার পরম্পরার উৎপাদন বিশ্ববাজারে পৌঁছেনোর জন্য ই-কমার্স ওয়েবসাইট পরিকল্পনা

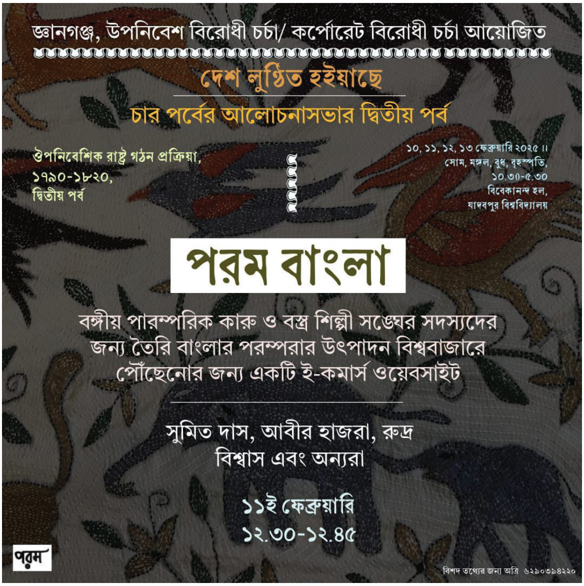

১.৩০-২.০০

অনসূয়া রায়চৌধুরী

‘আনন্দ পাঠশালা’ মাটির বাড়ির প্রযুক্তি - একটি নিরীক্ষা

জ্ঞানগঞ্জের প্রধানতম আকর্ষণের বিষোয় ছোটলোকের জ্ঞানচর্চা। যে মানুষ কয়েকশ বছর ধরে তার স্মৃতিরভাণ্ডারে গেঁথে রেখেদিয়েছিল মাটির বাড়ির বানানোর প্রকৌশল, সেই জ্ঞানকে সসম্মানে ভদ্রলোকের সেটলার কলোনি শান্তিনিকেতনে স্থাপন করেছেন জ্ঞানগঞ্জের বন্ধুজন অনসূয়া রায়চৌধুরী। সম্মেলনে সেই ভূমিজ জ্ঞান উদযাপনের আনন্দপাঠশালা নির্মাণ প্রক্রিয়ার ভিডিও নথি দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করলেন

অত্রি ভট্টাচার্য

২.০০-২.৩০

আরোহন বল

সাম্রাজ্যের জন্ম: জেমস রেনেল ও উপনিবেশের ভৌগোলিক নির্মাণ

উপমহাদেশে মানচিত্রের প্রবর্তন কোনো ব্রিটিশ আমদানি নয়। সাগর ডিঙিয়ে ইউরোপীয়দের আসবার আগে থেকেই এ-ভূখণ্ডের বিবিধ মানচিত্র বিদ্যমান। ব্রিটিশরা বিলম্বের আগেই বুঝলেন, ভূখণ্ডের দিগবিদিক জ্ঞান বিনা বাণিজ্য বা প্রশাসন কোনোটাই চলেনা। তার জন্যে চাই মানচিত্র। আর তার জন্যে চাই গোটা ভারতবর্ষটাকেই জরিপ করে ফেলবার মত হইহই কাণ্ড। অগাধে কাজে এলো, মোঘল আমলের মানচিত্র ও জরিপবিদ্যা। কাজে এলো এদেশের মানুষের আঞ্চলিক জ্ঞান, শ্রম, অংশগ্রহণ। ব্রিটিশ সাম্রাজস্থাপনকারী প্রভুদের কাছে কার্টোগ্রাফি হয়ে উঠল অনাগত উপনিবেশের নতুন দিগন্ত দেখতে চাওয়ার জুতসই হাতিয়ার। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির জাহাজ থেকে নামা গোরা-পল্টন দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পরে দাঁত-ভর্তি স্কার্ভি

নিয়ে এ-ভূখণ্ডে নামলেন। তাদেরই একজন জেমস রেনেল (১৭৪২-১৮৩০)। ১৭৬৫-তে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি বাংলার রেভেন্যু-রাইটস পেলে রেনেল বাংলার জরিপ-কর্ম শুরু করলেন। ১৮০২-তে মাদ্রাসেও শুরু হল মাপজোখ। ১৮৪৩-এ এর ফলশ্রুতিতেই সম্পূর্ণতা পেল জর্জ এভারেস্টকৃত 'দি গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছে গুলি-বন্দুক-রণতরীর মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল - মানচিত্র।

৩.০০-৩.৩০

অহনা মজুমদার

বাংলার বস্ত্রশিল্প - বিশ্বসমৃদ্ধি থেকে পতন

The paper focus on the rise and fall of Bengal Textile from Mughal to colonial era. the export to the world as Bengal being the luxury fabric

capital leading to the weath of The colonial efforts to copy and reduce the economic impact of Bengal Textile. The politics of economy lead to restriction, additional tax and finally ban to fine handloom of Bengal Textile to make way for mill made cheap fabrics. The paper examines historical Textile of that systematic attack.

৩.৩০-৪.০০

অর্ক ভাদুড়ী

ইউরোপে অতিদক্ষিণপন্থার উত্থান : সংকট, সম্ভাবনা, প্রতিরোধ

ইউরোপ জুড়ে বইছে অতিদক্ষিণপন্থী ঝড়। একের পর এক দেশে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে উত্থান হচ্ছে অতিদক্ষিণপন্থার। কোথাও তারা সরকার গঠন করছে, কোথাও পরিণত হচ্ছে প্রধান বিরোধী শক্তিতে। ফ্রান্সে লা পেন, ইটালিতে মেলোনি, হল্যান্ডে ভিল্ডার্সের রমরমা। বিলেতের সংসদে ঢুকে পড়েছেন নাইজেল ফ্যারাজ। এএফডি-র মতো নব্য নাৎসি শক্তির বিপুল শক্তিবৃদ্ধি দেখছে জার্মানি - পুরনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ভেঙে পড়ছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, লিবারাল রাজনীতি ধ্বসে পড়ছে। অভিবাসী প্রশ্নে অতি ডানদের মোকাবিলা করতে 'পা কাঁপছে' অনেকের - জমি হারাচ্ছেন তথাকথিত 'বামপন্থীরা'। 'রক্ষণশীল বাম' ঘরানাও কি অতি দক্ষিণপন্থার প্রতিষেধক? ছবিটা হয়তো শুধুই হতাশার নয় - অতি দক্ষিণপন্থার ঝড়ের মুখোমুখি

দাঁড়িয়েও তৈরি হচ্ছে নতুন ধরনের প্রতিরোধ, যার চরিত্র বহুমাত্রিক, ইনক্লুসিভ - একুশ শতকের এক চতুর্থাংশ পেরিয়ে এসেছি আমরা - আগামী আড়াই দশক কোন পথে হাঁটবে ইউরোপ, তার আঁচ কি দিতে পারে এই চলমান সংঘাতের বিশ্লেষণ?

৪.০০

তথ্যচিত্র:সিক্সথ সাইড অব দ্য পেন্টাগন ।। পরিচালক: ক্রিস মার্কার, ফ্রাঁসোয়া রাইখেনবাখ

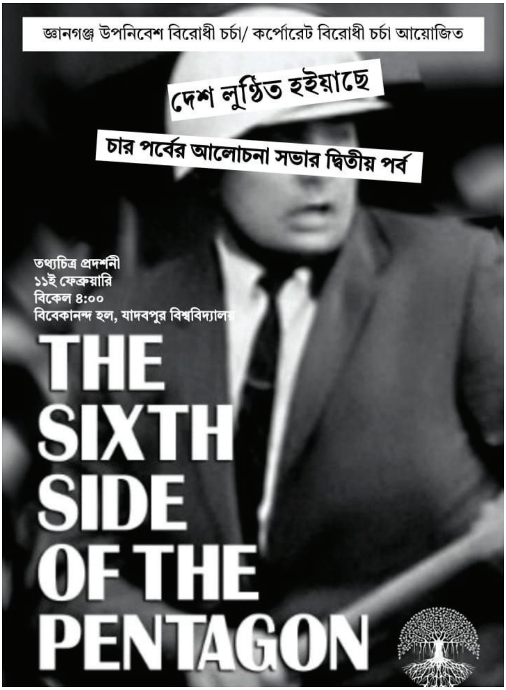

তৃতীয় দিন, ১২ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার

১০.৩০-১১.৩০

রূপাঞ্জনা দাস

মা, মাটি, মানুষ

Female infanticide was deemed to be a “rampant crime” in Punjab (1851) and the British adduced that it was related to wedding expenses and heavy dowry payments. This helped with their propaganda of portraying India as culturally regressive and misogynistic. However if we dive deeper then we will encounter the real picture that how it was British rule itself that stripped women of their rights and indoctrinated gender inequality in people. The colonization of western Punjab was unique as no part of the country had so much natural resources and it’s agriculture was colonised to favor male landowners. “Customary laws” were introduced that stripped women of their implicit rights and entitlements in their families. This paper examines how the British turned a flexible societal system into one that enforced a coloniser’s idea of patriarchal control.

১১.৩০-১২.০০

দেবোত্তম চক্রবর্তী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - রামমোহন রায় আর তার পরিবারের ভূমিকা

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পরে, ব্রিটিশ প্রশাসকবৃন্দ বাংলার প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় পাঁচসালা-একসালা-দশসালা ইত্যাদি নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার ধাপ পেরিয়ে ১৭৯৩-এর ২ মার্চ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক

ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে এক দিকে যেমন চাষিরা তাঁদের জমির মালিকানা হারান, অন্য দিকে তেমনই কোম্পানির আর্থিক শোষণের একনিষ্ঠ সহযোগী কিছু দেওয়ান, বেনিয়ান, সরকার, মুনশি ও খাজাঞ্চি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ সেসব জমি নিলামে কিনে নিয়ে রাতারাতি জমিদারে পরিণত হন। দেবোত্তম বলবেন উপনিবেশ আমলে ১ কোটি রাজস্ব দেওয়া ৩ মহিলা জমিদার সহ কিভাবে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে জমিদারিত্বে যতটুকু ফেমিনিনিটি ছিল তাকে ম্যাসকুলিনিটিতে পরিণত করা এবং এই প্রক্রিয়ায় রায় পরিবারের ভূমিকা। এই বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিভু রায় পরিবার আর রাজা রামমোহন রায় কী চোখে এই রাজস্ব ব্যবস্থাকে দেখেছিলেন এবং ব্রিটিশ প্রশাসনকে কী কী প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। সতীদাহ প্রথা এবং রামমোহন রায়ের ভূমিকা আমরা আলোচনা করব এর পরের সম্মেলনে।

১২.০০-১২.৩০

মুন্নি সেন

বাইজি নাচ বনাম খেমটা নাচ : অশ্লীলতার আড়ালে একটি শ্রেণিবৈষম্যমূলক আলোচনা

বাইজি নাচ এবং খেমটা নাচ, উনিশ শতকেই এই দুই নৃত্যশৈলীর প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু দুটোর মধ্যে আছে বিস্তর ফারাক। সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছাড়াও এর পিছনের শ্রেণীবৈষম্যটি স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। দেখা যায় অনেক বিদগ্ধজনেরাও (বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন পত্রিকায়, মনমোহন বসু, মধ্যস্থ পত্রিকায়) খেমটা নাচকে অশ্লীলতার কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন কিন্তু বাইজি নাচের প্রতি তাদের ছিল গভীর

অনুরাগ। শুধু খেমটা নাচ নয়, তৎকালীন প্রায় সমস্ত লোকসংস্কৃতির উপাদানই যেমন কবিগান, পালাগান, যাত্রা প্রভৃতি সবই অশ্লীলতার দায়ে ভদ্রবিত্তের আক্রমণের কারণ হয়ে উঠেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে এর মূল কারণ কী হতে পারে, কোন কোন কারণে একে অশ্লীল বলা হচ্ছে এবং তারপর ক্রমে নিশ্চিহ্ন করা হল। এই আলোচনায় সেই দিকগুলি নিয়ে বলার চেষ্টা করছে।

১২.৩০- ১.০০

অভিজ্ঞান সরকার

ভীমা কোরেগাঁও মামলার নিরিখে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন

কর্পোরেট বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী অভিজ্ঞান সরকার জানালেন ভীমা

কোরেগাঁও মামলায় কিভাবে এদেশে রাষ্ট্রীয় অবদমনের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। তিনি নিজে পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়েও এনআইএর করাল গ্রাসের শিকার। জ্ঞানগঞ্জের মত তিনিও স্বাধীনতা উত্তর ভারতকে উত্তর উপনিবেশ মানতে নারাজ।

২.৩০-৩.০০

মুরাদ হোসেন

অপারেশন শানসাইন এবং প্রোটেকশন অব লাইভলিহুড এন্ড রেগুলেশন অব স্ট্রিট ভেন্ডিং রেগুলেশন এক্ট ২০১৪

হকার সংগ্রাম কমিটির সর্বক্ষণের কর্মী এবং অপারেশন শানসাইন বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় মুরাদ হোসেন জ্ঞানগঞ্জের সভায় উজাড় করে দিলেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। সিপিআই(এম)-এর বামপন্থা এবং বিশ্বায়ন পরবর্তী নগর উন্নয়নের মতাদর্শিক পদক্ষেপগুলো ঐতিহাসিকভাবে কিভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, আমরা জানলাম তার বয়ানে।

৩.০০-৩.৩০

উর্জা ইমন, সপ্তপর্ণা সেনগুপ্ত

Hindutva, Brahminism, and Women: Unpacking Patriarchy at the Core of the Ideology

Hindutva, Brahminism, and Women: Unpacking Patriarchy at the Core of the Ideology. This paper attempts to explore how women have been always subjugated to being the second sex even when their contributions were more than equal. The veil of Hindutava politics has always suppressed the agency of women, they have told women who to love and who not to, they have told women which premise they can enter , which they can't, and after cutting the wings of the women they were looked down upon for

not being able to fly. Brahminical literature has narrowed down the role of women to be servants and blind devotees of their husbands, in the name of "sorgobas". It should be observed that in today's world, a political ideology which deprives women of their agency is thriving in their very heart. Hindutava ideology has used women in the name of salvation and then has deprived them of basic human rights making their desires "impure". Women under this ideology aren't only subjugated in their private space but also in political and economic spaces as well. This paper explores how Hindutava and brahminical ideology reinforces patriarchal values

that not only enables men to dominate women, but also how one woman ends up becoming the reason for another woman's victimhood under the subjugation of this very ideology.

৩.৩০-৪.০০

ঐশিক সাহা

তথ্যের প্রতি পুঁজিবাদের আসক্তি: একটি বিশ্লেষণ

সামাজিক মাধ্যমের যুগে আমাদের তথ্যের বাণিজ্যিকীকরণ একটি স্বাভাবিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। আমাদের অনুমতি ছাড়া যখন তথ্য অ্যাক্সেস বা সরাসরি চুরি হয়,

আমরা ক্ষুব্ধ হলেও, আমাদের ভোগের ধরণসংক্রান্ত তথ্য নিজেই কীভাবে উপযোগী হয়, তা ব্যাখ্যা করতে অনেকেই হিমশিম খাবেন। নয়া উদারনীতি কীভাবে লাভের হার হ্রাসের প্রবণতার প্রতিক্রিয়ায় ভোক্তা তথ্যের বাণিজ্যিকীকরণের দিকে পরিচালিত হয়েছে, তা এক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফাইন্যান্স পুঁজিবাদ যদি পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের স্থানিক 'সমাধান' হয়ে থাকে, তবে একই সংকটের সাময়িক সমাধান হিসেবে কাজ করছে তথ্যকরণ। আমাদের জন্য প্রশ্ন হলো: ব্যক্তির স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিসত্তা অধিকারের উপর এর প্রভাব কী?

৪.০০

এন্টোনিও নেগ্রির জীবনীচিত্র ।। পরিচালক আন্দ্রেয়া পিশলার, আলেকজান্দ্রা ওয়েল্টজ রোমবাখ

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে আবিশ্ব কর্পোরেট বিরোধী আন্দোলনের নয়া কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোটি যার লেখা সেই টনি নেগ্রির জীবনীচিত্র প্রদর্শিত হল জ্ঞানগঞ্জ সম্মেলনে।

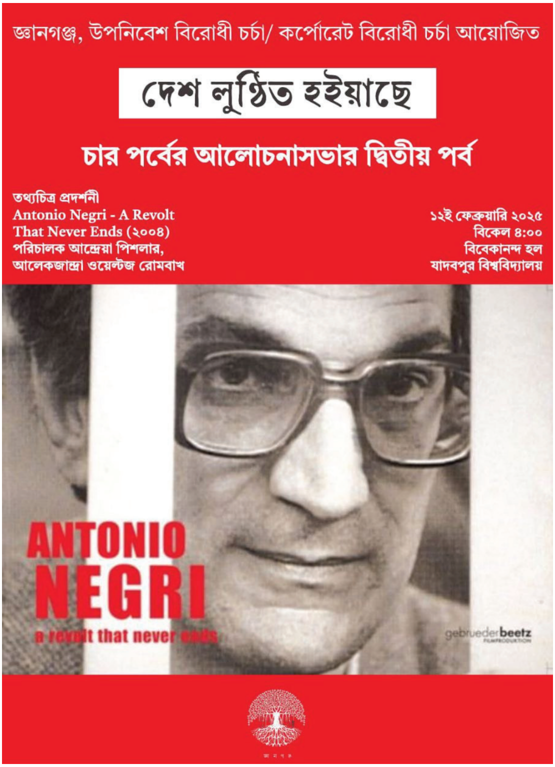

চতুর্থ দিন, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

১০.৩০-১১.০০

জগতি বাগচি

আফ্রিকা কাল ও আজ - উপনিবেশিক গঠন

আফ্রিকা নিয়ে আমাদের, বিশেষ করে শিক্ষিত ভদ্রবিত্ত বাঙালির ধারণা আটকে আছে হয় বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় উপন্যাসে না হয় ব্রিটিশ, জার্মান উপনিবেশিক অভিযান করে অজানা অঞ্চলে উপনিবেশিক দখলদারির বর্ণনায়।

তাঁর উপস্থাপনে জগতী বাগচী বললেন পূর্ব আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলের রাজনীতি, সমাজ, কৃষ্টির প্রায় অশ্রুতপূর্ব বয়ান।

১১.০০-১১.৩০

ছোটন দাস

বহমান মাদ্রাসাফোবিয়া - বাম আমল থেকে আজ

বন্দীমুক্তি কমিটির সর্বক্ষণের কর্মী ছোটন দাস বহু নথি এবং মানবিক অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এনেছেন সেই বয়ানগুলো যা প্রমান করে সাচার কমিটির সমীক্ষা প্রকাশের সময় থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মাদ্রাসাফোবিয়া পর্যন্ত সিপিআই(এম) হয়ে উঠেছিল নিজেরই বিশ্বস্ত মুসলমান সমাজের ঘাতক।

১১.৩০-১২.০০

আতাউল মোনেম আহমদ

দাজ্জাল ও তার গাধা - পুঁজিবাদ বিরোধের ইসলামি বয়ান

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্তমান যুগকে শেষ যুগ

আখ্যায়িত করে সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদের দানবিক আস্ফালন ও কর্তৃত্বকে চিহ্নিত করে, তার করাল গ্রাস থেকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে! নৈরাজ্য সৃষ্টিকারি ভয়ংকর সেই দলটিকে তার এহেন কাজের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্যে দাজ্জাল দানব রূপে অভিহিত করা হয়েছে। দাজালা ধাতু থেকে উদ্ভূত দাজ্জাল শব্দের অর্থ চরম ধোঁকাবাজ! দুনিয়া বিনাশকারী সেই দানব ও তার স্বার্থ বাস্তবায়নে নিয়োজিত গাধার স্বরূপ উন্মোচনই এই বক্তব্যের বিষয়বস্তু।

১২.০০-১২.৩০

সুবল সর্দার

সারনা ধর্ম

আদিবাসীরা সারনার (প্রকৃতির) পূজারী। আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্মের নাম সারনা

ধর্ম। নিজেদের ধর্মীয় কোড ও কলাম না থাকায় ২০১১-র জনগণনায় আদার্স কলামে ভারতের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আদিবাসী ধর্ম হিসেবে তাদের নিজস্ব সারনা ধর্ম লিখেছিলেন। এখন কেন্দ্রের মোদী সরকার এই আদার্স কলামটাই তুলে দিয়েছে।.... বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১-এ বিধানসভায় পাশ করে সারনা ধর্মের স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্র সরকারকে সুপারিশ করে। রাজ্যসভার সদস্য অধ্যাপক সামিরুল ইসলাম রাজ্যসভায় কয়েবার সারনা ধর্মের স্বীকৃতির পক্ষে জোরালো দাবি জানান।.... ঝাড়খণ্ড সরকার কেন্দ্র সরকারকে সুপারিশ করে। মোদী সরকার নির্বিকার।....

১.৩০-২.০০

অর্ক দেব

আদানি-মোদি-হাসিনা ত্রিকোণ বন্ধুতার আখ্যান

শেষ দু'দশকে আদানির উল্কাসম উত্থানে ঠিক কী ভূমিকা ছিল নরেন্দ্র মোদির? কোন

কোন বিধি ভঙ্গ করেছে আদানি গোষ্ঠী? হাসিনার আদানি চুক্তির নেপথ্যে কে? কী ভাবে গড়ে উঠল আদানি উপনিবেশ?

২.০০-৩.০০

ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী

'বাংলা ছবির 'ড্রয়িংরুম যাত্রা': কর্পোরেটীয় ভদ্রবিত্তের রোজনামচা'

চলচ্চিত্রের অশ্রুতপূর্ব বিশ্ব রাজনীতি বাখান।

কথক ইন্দ্রনীল কথা দিয়েছেন আজকের অসমাপ্ত বক্তৃতা তিনি জ্ঞানগঞ্জের সভাতেই

সম্পূর্ণ করতে চান। আমরা কথা নিয়েছি - ওনার সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জ আরও কয়েকটা বৈঠক আয়োজন করবে। যিনি পুঁজির, কর্পোরেট ব্যবস্থাকে নানাভাবে কাটাছেঁড়া করে প্রশ্নবিদ্ধ করার দক্ষতা রাখেন, তাঁর কাছে বারবার নতজানু হতে হয়।

৩.৩০

অত্রি ভট্টাচার্য

এনক্লোজার আইন ও 'না-মানুষের' দল: শিল্পবিপ্লবের জমি নির্মাণের প্রেক্ষাপটে ইংল্যান্ডের ভূমিজ জনতার উচ্ছেদ ইতিবৃত্ত

বিগত দশকের, এবং এখনকার মূর্খপণ্ডিতরা (পুনরায়) ইউরোপের চাষী- কারিগরের উচ্ছেদ ও জমি পরিবেষ্টনের ধারণাটি আবিষ্কার করছেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রণোদিত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। যথেষ্ট উদ্যমের সাথে এবং বিস্ময়কর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা এই বিস্মৃতপ্রায় এনক্লোজারের ইতিহাসকে প্রয়োগ করছেন: ক্লাউড পুঁজিবাদের নিরাপত্তাকরণ, এবং পেটেন্ট জিন থেকে শুরু করে শহুরে 'পাবলিক' স্থানগুলিকে বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টায়। ইংরাজ-ভূমিতে এই 'এনক্লোজারের' গল্পকে 'প্রগতি'র পদ্ধতি হিসাবে একটি পূর্বনির্ধারিত শর্ত হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, অথচ একটি এমন আখ্যান যা ইংল্যান্ডের পাগান জনতার উচ্ছেদ হওয়ার ইতিবৃত্তকে পাথরে খোদাই করে রেখেছে। এই আখ্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, এনক্লোজারের একমুখী প্রক্রিয়ার অনুশীলিত উদাহরণকে সামনে রেখে, চাষী-হকার-কারিগর ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার আইনি পদ্ধতিটি ব্রিটেন তার বিদেশী উপনিবেশগুলিতে রপ্তানি করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক

থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত - ইংরাজ দুনিয়ার কৌম-কমনস এবং 'ওয়েস্টল্যান্ড'গুলিকে উপড়ে ফেলার জন্য ব্যবহৃত যুক্তিগুলিই পরবর্তীতে অনূদিত হয় উপনিবেশবাদের ভাষা এবং অনুশীলনে। উপনিবেশে বসবাসকারী জনগণকে এমনভাবে 'লেখা' শুরু হয়, যেন তারা অসভ্য এবং জমি রক্ষা করতে অক্ষম। তদুপরি, ব্রিটেনের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ যে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ' নিজের ভূমিতে চাপালো, তার উপরেই জন্মালেন গ্রাম থেকে আগত শিল্পশ্রমিক 'না-মানুষ'দের দল। আজকের অনড়, জড়বাদী পুঁজির যুগে তাই সেদিনের প্রতিরোধী 'হাইল্যান্ড' বিপ্লব, ডিগারদের আন্দোলনের প্রতিধ্বনিত হয় 'ডাউন উইথ এনক্লোজার'-এর পবিত্র আরাধনায়, ক্লাউস সোয়াবের রিসেট-স্বপ্ন নিপাত যাওয়ার বাসনায়।

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা, বহু রামায়ণ বিষয়ক সমীক্ষা আর চলতি পুথি হল উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা

জ্ঞানগঞ্জ তথ্য

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫ । ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। *The Rāmāyaṇa Theme and Variation*
৩১। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা